দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম অটোমেটেড লাইব্রেরি কুয়েটে

অন-লাইনভিত্তিক এ লাইব্রেরির বই, জার্নাল, ই-জার্নাল, ই-বুক, অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী থেকে কুয়েট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হচ্ছেন

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

দেশের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সেন্ট্রাল লাইব্রেরি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে প্রথম অটোমেটেড লাইব্রেরি। অন-লাইনভিত্তিক এ লাইব্রেরির বই, জার্নাল, ই-জার্নাল, ই-বুক, অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী থেকে কুয়েট শিক্ষার্থীরা প্রতি মুহূর্তে যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছেন, তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এ লাইব্রেরি ভিজিট করে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরি কমিশন পরিচালিত 'হায়ার অ্যাডুকেশন কোয়ালিটি ইনহ্যানসমেন্ট প্রজেক্টের (হিকেপ) অধীনে লাইব্রেরি সিস্টেম অটোমেশন অব কুয়েট প্রকল্পটি ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সেই থেকে এ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরি সিস্টেম অটোমেশান করার জন্য অপেন সোর্স সফটওয়্যার (কোহা) ব্যবহার করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৩০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে।

এ লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৫১ হাজার ৩টি বই, ৩ হাজার ৯১টি জার্নাল, ৪ লাখ ৫১ হাজার ৫১১টি ই-জার্নাল, ৯ হাজার ৪৭৫টি ই-বুক, ১ হাজার ৫০৬টি অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী ও ২১৪টি অন্যান্য সংগ্রহ রয়েছে। যা কুয়েট শিক্ষার্থী ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও গবেষকরা অন-লাইনে পড়তে পারছেন। লাইব্রেরিটি কুয়েটের নতুন অ্যাকাডেমিক ভবনের এ-ব্লকের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় অবস্থিত।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার

লাইব্রেরির রিডিং সেকশনে 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্নার' নামে একটি বিশেষায়িত কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করেন। ওই কর্নারে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে মূল্যবান বইসমূহ রয়েছে।

এছাড়া শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য বই ব্যবহারকারীরা যাতে ই-বুক, ই-জার্নাল পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারেন তার জন্য একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যাকসেস সেন্টার রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির রিডিং সেকশন, সার্কুলেশন সেকশন, প্রসেসিং সেকশন আই ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যাকসেস সেন্টার সুসজ্জিত এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

লাইব্রেরি ভবনের তৃতীয় তলায় রয়েছে লাইব্রেরিয়ানের দফতর, ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যাকসেস সেন্টার, জার্নাল সেকশন, রিডিং সেকশন এবং ফটোকপি সেকশন।

চতুর্থ তলায় রয়েছে প্রসেসিং সেকশন, সার্কুলেশন সেকশন, রেফারেন্স সেকশন, নিউজ পেপার সেকশন ও বাইন্ডিং সেকশন। প্রত্যেক কর্মদিবসে সকাল ৯টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত এবং শনিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ লাইব্রেরি খোলা থাকে। সকাল সোয়া ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বই ইস্যু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীকে তিনটি করে বই এক মাসের জন্য দেওয়া হয়।

ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মাহমুদ হাসান বলেন, 'কুয়েটের আধুনিকায়নকৃত লাইব্রেরি দেশের অন্যতম জ্ঞান ভান্ডার। এই লাইব্রেরির সমৃদ্ধ ও দুর্লভ বইয়ের সমাহার আমাদের পড়াশোনাকে গতিময় করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও তথ্য শাখার সেকশন অফিসার মনোজ কুমার মজুমদার বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরিতে এসে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। বিশেষ করে যেসব দুর্লভ বই বাইরে পাওয়া যায় না, সেসব বই এ লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করেন তারা।